শিক্‌ওয়াহ্‌ ও জওয়াব

(আল্লামা একবালের "শিক্‌ওয়াহ্‌"
এবং "জওয়াবে শিক্‌ওয়াহ্‌র"
কাব্যানুবাদ)

জাগরণ-সম্পাদক এবং 'পথের পয়গাম,' 'নূরের ঝলক',
'পান্দেনামাহ্‌', .হেশ্‌তী সওগাত', 'মোসাদ্দাসে
হালী,' 'সাহিত্যের শরাফৎ','মুসাফিরের ডায়রী,'
'উর্দু-বাংলা চলন্তিকা' প্রভৃতির লেখক

মৌলভী মীজানুর রহমান
এম-এ প্রণীত।

প্রকাশক—
কিতাব-মহল
৫২, লোয়ার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা।

৮I

প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৪৩ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ, মে, ১৯৪৫ ইং

মূল্য—এক টাকা

Pridted by M. Nasir-ud-Din
at the Calcutta Art Printers,
11, Wellesley St., Calcutta.

"নিখিল-ভারত আঞ্জুমানে তরক্কীয়ে উর্দু, দিল্লীর"
প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা এবং আজীবন অবতৈনিক সম্পাদক

মওলানা ডক্টর আবদুল হক

বি-এ, ডি-লিট সাহেবের

খেদ্‌মতে

—০—

[১]

জ্ঞানের সাধক তুমি জবানের[১] কারুগার[২]
আদবের[৩] মহ্‌ফিল করিলে যে গোলে-জার[৪]
মিলল্লাৎ[৫] তরে তব লা-মিছাল্[৬] সাদাকাৎ[৭]
মাল্-মাতা-মশ্‌গুলাৎ[৮] সব-কিছু এনায়াৎ[৯]।

[২]

উর্দু-জবান লাগি জান্[১০] তব কোরবান[১১]
সত্য ও সাম্যের তুমি সাচ্চা ফোরকান[১২]।
তুমি বীর, তুমি ধীর, তুমি খাঁটী মুছলমান
ঈমানের[১৩] জাল্‌ওয়াতে[১৪] তব দিল্[১৫] রওশান[১৬]

---

১ ভাষার ২ শিল্পী ৩ সাহিত্যের ৪ বিশোভিত ৫ জাতি ৬ অতুলনীয় ৭ আন্তরিকতা ৮ ধন-সম্পদ-কামকাজ ৯ দান ১০ প্রাণ ১১ উৎসর্গ ১২ জ্বলন্ত প্রতীক ১৩ বিশ্বাস, আকীদা ১৪ জ্যোতিতে ১৫ অন্তর ১৬ প্রদীপ্ত।

[৩]

করিলে জীবন ভরি খাল্‌কের[১] খিদ্‌মাৎ[২]
লহ মোর "শিক্‌ওয়াহ্‌-জওয়াবের" সওগাৎ[৩]
জিন্দা-রুদ্[৪] এক্‌বাল, দিলাফ্‌রুজ[৫] পয়গাম[৬]
অন্তর-আকাশে মম শীর[৭]-শুভ্র শব্‌নাম[৮]।

[৪]

সাধনা কামনা আশা শেষ সাধ জীবনের
'উর্দু-মঞ্জিল্' ঘিরি—মারকাজ্[৯] তাহ্‌জীবের[১০]
স্বপন তোমার হোক কামিয়াব[১১]-কাম্‌রাণ[১২]
গোলে-জার দিল্লীতে হোক তব গুল্‌শান[১৩]।

কলিকাতা
২২।১০।৪৩ ইং

নেয়াজ-মন্দ্[১৪]
মীজানুর রহমান

---

১ সৃষ্টির, মানুষের ২ সেবা ৩ উপহার ৪ জীবন্ত-প্রবাহ ৫ চিত্ত-বিমোহন ৬ বাণী ৭ দুগ্ধ ৮ শিশির ৯ কেন্দ্র ১০ কৃষ্টির ১১ সফল ১২ সমৃদ্ধ ১৩ পুষ্প-বীথিকা ১৪ অনুগৃহীত।

পেশ্‌-কাশ্‌

"শিক্‌ওয়াহ্‌" এবং "জওয়াবে শিক্‌ওয়াহ্‌" মরহুম আল্লামা স্যর মোহাম্মদ এক্‌বালের শ্রেষ্ঠতম কবিতা-সমূহের অন্যতম। পাঠক-সমাজে কবিতা দু'টীর সমাদর খুবই বেশী। কবিতাগুলি সমাদরের মোস্তাহেক নিশ্চয়ই। "শিক্‌ওয়াহ্‌" এবং "জওয়াবে শিক্‌ওয়াহ্‌" মুস্‌লিম জগতের 'Paradise Lost' এবং 'Paradise Regained.' সত্যিকার মুস্‌লিম-হৃদয়ে কবিতা দু'টীর আবেদন, প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।

"শিক্‌ওয়াহ্‌" এবং "জওয়াবে শিক্‌ওয়ায়" পাওয়া যাবে সত্যিকার এক্‌বালের অসাধারণ প্রতিভার একটী বিশিষ্ট দিক্‌, রূপ এবং ভঙ্গী। এক্‌বাল প্রতিভা বিরাট, বিস্ময়কর এবং বহুমুখী। এই সলিল-বিপুল সাগরের সন্ধান অবশ্য এক্‌বাল-সাহিত্যের পরিপূর্ণ অধ্যয়ন ও আলোচনাসাপেক্ষ। এক্‌বালের কাব্য-সমুহ প্রাচ্য-প্রতীচীর ভাবধারা গভীর ভাবে অধ্যয়ন এবং আলোচনার ফল। হৃদয়ের রক্ত-আখরেই লিখে গেছেন আল্লামা এক্‌বাল তাঁর কাব্য-সমূহ।

শেকায়েৎ নয়

লাহোর বাদ্‌শাহী মস্‌জিদে যেদিন "শিক্‌ওয়াহ্‌" পঠিত হয়, বিরাট জনতা ভাবাবেগে উদ্‌বেলিত হয়ে

উঠেছিল। কবির বুকে পুঞ্জীভূত ব্যথার আবেদন অনেকের চোখে এনেছিল অশ্রুর বন্যা। তরুণ এবং রওশন-খেয়াল প্রবীণরা সমগ্র অন্তর দিয়ে এস্তেক্বাল করলেন "শিক্ওয়াহ্"কে। রক্ষণশীল আলেম-সমাজের এক দল কিন্তু নাখোশ্ হলেন আল্লাহ্র বিরুদ্ধে এই অভিযোগে। তাঁদের মতে মহান স্রষ্টার বিরুদ্ধে আদ্না মানুষের এমন্-ধারা গোফ্তারী শুধু গোস্তাখী নয়— অমার্জনীয় অপরাধ বা কোফরী! 'নাউজু-বিল্লাহ্'!

"শিক্ওয়াহ্" নিয়ে শুরু হলো তুমুল আলোচনা ও বাদানুবাদ। ফলে কবিতাটীর হলো খুবই প্রচার। কবির উদ্দেশ্য সফল হলো। লিখ্লেন তিনি "জওয়াবে শিক্ওয়াহ্"—কবির মুখে অভিযোগের উত্তরে আল্লাহ্র কাল্পনিক কালাম। আপত্তিকারীরা ভুল বুঝেছিলেন। "শিক্ওয়াহ্" এবং "শেকায়েৎ" এক কথা নয়! অভিমান-সিঞ্চিত অভিযোগ অপ্রেম, নিন্দা বা গোস্তাখী নয়। মা'শুকের প্রতি আশেকের ভালবাসার আতিশয্যই অভিমানের উৎস।

মক্সাদ

"শিক্ওয়াহ্" এবং "জওয়াবে শিক্ওয়াহ্" আজ উর্দ্দু-দাঁ অঞ্চলের ঘরে ঘরে পঠিত ও সমাদৃত। বাংলার পাঠক-সমাজের সহিত এক্বালের অনবদ্য প্রাণ-চঞ্চল শিহরণ-সমন্বিত মণি-মঞ্জুষার পরিচয় সংসাধনের উদ্দেশ্যেই "শিক্ওয়াহ্ ও জওয়াবে"র আবির্ভাব।

জিন্দা-রূদ্ একবালের জিন্দা-তামান্না-সমন্বিত দিলাফ্-রুজ পয়গাম পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতকে দিয়েছে 'জাদে-পায়মা'—নব-জীবনের নতুন বাণী এবং নতুন পথের সন্ধান। একবাল দেখেছিলেন, 'আজিকার আরসীতে কালিকার ছবি'—গেয়ে গেছেন 'অনাগত ভবিষ্যতের-গান'। তাঁর নিজের কথায়—
বাংলার অনাগত "মুসাদিগকে" একবাল সাহিত্যালোচনায় উদ্বুদ্ধ করা অনুবাদকের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা।

একবাল-সাহিত্য আলোচনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর নাই। জীবনের সত্যিকার উদ্দেশ্যের প্রতি তিনি আলোকপাত করে গেছেন অনবদ্য ভাষায়। একবালের বিদগ্ধ এবং প্রদীপ্ত প্রাণের বিজ্লী-বিভাস ঘুমন্ত মানুষকে জাগায়, জাগ্রতকে দাঁড় করায়, দাঁড়ানোকে দৌড়ায় এবং চলন্তকে দেয় অধিকতর গতি-বেগ—মন্জিল মক্সুদে পৌছিবার প্রাণ-শক্তি, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং প্রাণ-চঞ্চল অনুপ্রেরণা। জীবনকে তিনি দেখেছেন প্রবহমান তরঙ্গ রূপে।

আদর্শবাদ

একবাল ছিলেন আদর্শবাদী কবি, দার্শনিক ও চিন্তা-নায়ক। দেশ, জাতি এবং মানবতার কল্যাণ কামনায়ই তিনি তাঁর শক্তিশালী লেখনী নিয়োজিত করেছিলেন। 'Art for Man's Sake'—ইহাই ছিল তাঁর আকীদা। সমুচ্চ আদর্শের জীবন্ত বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি রক্ত-আখরে লিখে গেছেন জীবনের কাব্য—আদর্শের জয়গান। এস্লামের "তাওহীদ্-বাদ" এবং সর্ব-জনীনতায় ছিল একবালের

জলন্ত বিশ্বাস। "শিক্ওয়াহ্ ও জওয়াব" তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আদর্শবাদী এক্‌বালকে বিচার করতে হবে বিশ্বজনীনতার বিপুল পরিসরে—সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ কষ্টি-পাথরের নয়। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার রঙীন চশ্‌মায় আন্তর্জাতিক একবালকে বিচার করা হবে গোষ্পদে অনন্ত আকাশকে বিম্বিত করার প্রচেষ্টার মতই ব্যর্থ বিড়ম্বনা।

কৈফিয়ৎ

অনুবাদে মূলের ভাবধারা বজায় রাখার যথাসাধ্য কোশেশ করা হয়েছে। সফলতা-বিফলতা সুধীজনের বিবেচ্য। মূলের ভাবধারার সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য অনুবাদে অনেকগুলি আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দের এসতেমাল করতে হয়েছে। ফুট-নোটে তাদের বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে। একাধিকবার ব্যবহৃত শব্দের মানে সব জায়গায় দেওয়া হয়নি। পাঠক-পাঠিকাগণ তা যথাস্থানে দেখে নিবেন।

বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী-উর্দু-শব্দের আমদানী ও এসতেমাল নিয়ে কিছুদিন আগে বেশ একটু আপত্তি ও আন্দোলনের কলরোল উঠেছিল। সুখের বিষয়, আজ তার অনেকটা কমে গেছে। অন্য ভাষা হ'তে শব্দ সঞ্চয়ন এবং assimilation ভাষা বিশেষের সজীবতা এবং শক্তিশালীতারই লক্ষণ—দুর্ব্বলতার নহে। দুনিয়ার কোন ভাষাই Self-sufficient নয়। ভাষার দরবারে অতিরিক্ত রক্ষণশীলতা সমর্থনীয় নহে। যা সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণকর, তা টিকে থাক্‌বে। বাকী আপনা হ'তেই

তলিয়ে যাবে। ব্যক্তিগত অজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতার অহমিকা সাহিত্যের মাপ-কাঠি নয়। মনে রাখ্‌তে হবে—To learn is Life.—"জানা-ই জীবন।" জান্‌তে হ'বে, শিখ্‌তে হ'বে, জ্ঞানের দায়েরা বাড়াতে হ'বে। জ্ঞানের সীমা নেই। সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অজুহাতে বা অহমিকায় দোষ ধরার প্রবৃত্তি অসমর্থনীয়—গৌরবের বিষয়ও নহে।

শব্দ-সঞ্চয়নে লেখকের স্বাধীনতা অবশ্যই স্বীকার্য্য। লেখা লেখকের অন্তর্নিহিত ভাব-ধারার প্রতিচ্ছবি। কলমের উপর জবরদস্তি চলে না। অবশ্য স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতাও অসমর্থনীয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিদেশী শব্দের আমদানী ও ব্যবহার আধুনিক নহে—বহু শতাব্দীর নজীর রয়েছে এর পেছনে। এতে বাংলা ভাষার যথেষ্ট ফায়দা হয়েছে এবং হ'বে। ভাষার শক্তি, সৌন্দর্য্য ও সজীবতা বেড়েছে। এ ব্যাপারে 'যা চল্‌তি, চালাও—যা চল্‌বার, চল্‌বে'—সম্ভবতঃ ইহাই সুষ্ঠু নীতি।

এক্‌বালের প্রাণ-বাণীতেই হো'ক সমাপ্তি—

"এক্‌বাল্‌কা তারাণা বাঙ্গে দেরা হে গোয়া,
হোতা হে জাদে পায়মা ফের কারওয়াঁ হামারা।"

"এবালের করুণ তান
যাত্রা-পথে যেন বিষাণ,
রণছে নতুন পয়াম,
পুনঃ চল্‌বে কেরেভান।"

কলিকাতা
২২।১০।৪৩ইং

আরজ-গোজার
অনুবাদক

গোজারেশ

....

বছর খানেকের মধ্যে "শিক্‌ওয়াহ ও জওয়াবের" প্রথম সংস্করণ ফুরিয়ে গিয়েছে। ইহা আল্লামা এক্‌বালের প্রাণ-চঞ্চল বাণীর উল্লেখ-যোগ্য কদর-দানী। উর্দু-দাঁ অঞ্চলে "শিকওয়াহ" এবং "জওয়াবে শিক্‌ওয়াহ্‌র" সমাদর স্বাভাবিক। বাংলা দেশের তরুণরা যে ভাবে এক্‌বালের পয়গামে অনুপ্রাণিত হয়েছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "শিক্‌ওয়াহ্‌ ও জওয়াব" পাঠ করে জনৈক তরুণ লিখ্‌ছে প্রাণোচ্ছল ভাষায় :—

"শিক্‌ওয়াহ্‌ ও জওয়াব মাত্র এই কয়দিনের মধ্যে পড়েছি মোট এগারবার। পড়তে বসলে বাইরের কথা মনেই থাকে না—পড়বার আকাঙ্খা আরও বাড়ে।" লেখক নিজে একজন উদীয়মান কবি। আরো বহু যুবকদের কাছ হতেও এসেছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।

তরুণদের আগ্রহেই "শিক্‌ওয়াহ্‌ ও জওয়াবের" দ্বিতীয় সংস্করণ সাধারণ্যে সওগাৎ দেওয়া গেল। অনুবাদ আগা-গোড়া সংশোধিত হয়েছে। "শিক্‌ওয়াহ্‌" বল্‌তে গেলে নতুন ভাবে লিখিত হয়েছে; "জওয়াবের" বেলায়ও একথা বহু জায়গায় খাটবে।

বর্তমান সংস্করণ প্রকৃত প্রস্তাবে নতুন অনুবাদ। ছাপা-বাঁধাইও পূর্বাপেক্ষা সুন্দর করা হয়েছে। এই সংস্করণ পাঠে পাঠক-পাঠিকাগণ আরও বেশী আনন্দ এবং অনুপ্রেরণা পাবেন আশা করি। এই সংস্করণ মূলের হুবহু অনুবাদ বলা যেতে পারে; ছন্দের দিক দিয়েও তা প্রতীয়মান হবে। আল্লামা একবালের ভাষা সুকঠিন; ভাবের গভীরতা সর্বাদীসম্মত। যথা-সাধ্য বুঝবার এবং বুঝাবার কোশেশ করেছি অনুবাদের মারফতে।

আল্লামা একবাল ছিলেন কবি-পয়গাম্বর। অনবদ্য ভাষায় তিনি গেয়ে গেছেন অনাগত ভবিষ্যতের গান —রেখে গেছেন প্রাণ-চঞ্চল ভাব-ধারার অপূর্ব অবদান নতুন জগৎ জমানা ও জিন্দেগীর জন্মের জন্যই জীগর লহুর রক্তাখরে জিন্দা-দিল্ কবির জাগরণী। কবির নিজের কথায়—

"These stars are old and the sky is worn-out
I want a world which is just newly-sprung."

"আস্রারে খুদীতে" একবাল আফ্ছোছ করে বলেছিলেন:

"বুঝে না আমার যুগ পয়াম আমার
বিকে না ইউসুফ মোর আজিকা বাজারে

নিরাশ করেছে বুড়ো সঙ্গীরা আমারে
অনাগত মুসা তরে দিল্ বে-কারার।"

—পথের পয়গাম

বাংলার পাঠক-সমাজের দরবারে "পথের পয়গাম" সওগাৎ দিতে গিয়ে বলেছিলাম : "এক্বাল না-উম্মেদী সম্ভবতঃ কবি-সুলভ অভিমান। এক্বাল সাহিত্য লক্ষ লক্ষ প্রাণে দোলা দিয়াছে এবং দিবে। তর্জমানে—হাকীকৎ তাছীর-কামী বুলবুলের সাধনা, কামনা, মূর্ছনা ব্যর্থ হয় নি, হবে না, হতে পারে না।" দু'বৎসরে "পথের পয়গামের" চার সংস্করণ, এক বৎসরে 'শিকওয়াহ ও জওয়াবের" দুই সংস্করণ উপরোক্ত মন্তব্যের সার্থকতা সপ্রমাণ করেছে। বাংলার জিন্দা-দিল নও-জওয়ান মুসাদের আবার ধন্যবাদ এবং আল্লাহ্ তালার দরবারে হাজার শোকর। ইতি—

কলিকাতা
১২।২।৪৫

বিনীত—
অনুবাদক

শিক্ওয়াহ্

১

চুপ্‌টী করে রইবো কেন

করবো নাক লাভের আশ ?

ভাব্‌বো নাক ভাব্‌না কালের

অতীত শোকে করবো বাস ?

শোন্‌বো কেন স্তব্‌ধ কাণে

বুল্‌বুলির বিলাপ-তান ?

ফুল কি মোরা বন্‌ধো ওগো !

গাইবো নাক একটু গান ?

মরম দুঃখে বুকের ভাষা

উঠ্‌ছে আজি গুন্‌জরি

নালিশ খোদা তোমার নামে

ভস্মে উঠুক মুখ ভরি !

২

তোমার সেবা তস্‌লিমীতে
মশুর মোরা বিশ্ব মাঝ,
কিন্তু দুঃখের মরম বাণী
বল্‌তে মোরা লাচার আজ !

নীরব বটে মোদের বীণা
বক্ষে তবু ফরিয়াদ,
মাজুর বলে মাফ করিও
কন্‌ঠে-উঠা আর্তনাদ।

স্বভাব যাদের জীবন ভরি
পড়তে তোমার হাম্‌দো-নাৎ
আজ্‌কে খোদা ! নাওনা শুনি
একটু তাদের রুক্ষ বাৎ।

তস্‌লিমী—আত্ম-সমর্পণ। মশুর—প্রসিদ্ধ।
হাম্‌দো-নাৎ—প্রশংসা ও স্তুতি।

৩

হাস্তী তোমার বিরাজ বটে
আজল থেকে আবাদ তক্
ফুল-কলিরা কানন-কান্তি
উদাস মলয়, নাইকো শক্।

ইন্‌ছাফের এই কথা ওগো
সবার-তরে-করুণ-প্রাণ!
মলয় বিনে কেমন্ করে
ছড়বে বল ফুলের ঘ্রাণ?

সৃষ্টি তোমার বিশ্ব লাগি
আমরা ছিনু বে-করার,
নইলে কি গো পাগল ছিল
উম্-মাৎ তব প্রাণ-সখার?

হাস্তী—অস্তিত্ব। আজল—আদি। আবাদ—অন্ত।
শক্—সন্দেহ। উম্-মাৎ—Followers.

৪

আজীব ছিল মোদের আগে
এই দুনিয়ার হাল্-চাল,
কেউ পূজিত পাথর-নুড়ি
কেউ পূজিত গাছ-পাল।

সাকার পূজার সম্-মোহনে
সবার ছিল দৃষ্টি লীন
মান্‌বে বল কেমন করে
আন্-দেখারে মূর্তি-হীন ?

মালুম তোমার আছে খোদা !
কেউ নিতনা তোমার নাম,
মুসল্‌মানের বাজুর বলে
হলো কী বা তোমার কাম।

আজীব—বিচিত্র। আন্-দেখা—অদৃশ্য। মালুম—জানা।

৫

এই ধরাতে বসত ছিল
সাল্‌জুক এবং তুরানীর,
চীন দেশেতে চীন্‌-বসতি
ঈরান দেশে সাসানীর।

এই বসতে আবাদ ছিল
গ্রীস দেশেতে য়ুনানী,
এই ধরাতে কর্‌তো বিরাজ
এহুদী ও নাছ্‌রানী।

কিন্তু বলো তোমার নামে
কেউ নিয়েছে তলোয়ার ?
কে গড়িল, কে বানালো
বিগড়ে-যাওয়া বাণী আর ?

বিগড়ে-যাওয়া বাণী—তওহীদ—একেশ্বরবাদ।

৬

জঙ্গ্‌-জেদালে-মত্ত মাঝে

আমরা ছিনু বে-মিছাল

লড়নু মোরা জমীন 'পরে

সাগর-বুকে বে-খিয়াল।

আজান দিনু আমরা কভু

ইউরোপের অই গীর্জাতে

আফ্‌রিকার অই শুষ্ক বিরাণ

তপ্‌ত মরুর বক্ষেতে !

তুচ্ছ ছিল মোদের চোখে

এই দুনিয়ার বাদ্‌শাহী

পড়নু মোরা অসির ছায়ে

কল্‌মা তব লায়লাহী !

'লায়লাহী—লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ'—নাহি মাবুদ
আল্লাহ্‌ বিনে—এই কলেমা বা মুল মন্ত্র।

৭

বাঁচনু যবে বাঁচনু শুধু
জঙ্গ্-জেহাদের ঝন্ঝাটে
মরণু যবে মরণু তোমার
শান্ গাহি হার তল্লাটে।

শক্তি মোদের করতে কায়েম
করিনি মোরা তেগ্-তাগী॥
কালের কোলে পরাণ হাতে
ঘুরনু সে কি ধন লাগি?

লোভ লালসায় লিপ্ত যারা
এই দুনিয়ার ব্যবসাতে
বুৎ-শিকনী করবে কেন
বুৎ-ফরশীর বদ্‌লাতে?

শান—মহিমা, Majesty তেগ্‌তাগী—অসি-যুদ্ধ
বুৎ-ফরশী—পুতুলের ব্যবসায়। বুৎ-শিকনী—পুতুল ভাঙ্গা।

৮

জঙ্গ্-জেদালে ভঁড়্কে যাওয়া
নয়কো মোদের খাছ্লাতে
সিংহ-দামাল দুশ্মনেরা
শিকস্ত্ হ'তো হামলাতে।

খেলাফ কেহ করলে তোমার
বিগ্ড়ে যেতুম দিল্-মনে
আদ্না অসির ভাবনা ত ছাড়
চল্তো লড়াই তোপ সনে।

আঁকনু বটে আমারাইত
হার দিলেতে তওহীদী
অসির ছায়ে করনু মোরা
পয়াম তব তব্লীগী।

জঙ্গ-জেদালে—যুদ্ধ-বিগ্রহে। পয়াম—বাণী। খাছলাতে—স্বভাবে।
শিকস্ত—পরাস্ত। হামলা—আক্রমণ।
তওহীদী—একেশ্বরবাদ। তবলীগী—প্রচার।

৯

তুমিই বলো ভাঙ্গ্‌লো কেবা
খায়বারের দুর্গ-দ্বার
কায়সারের সে রাজ্‌ধানীটা
করলে কেবা অধিকার ?

ভাঙলে কেবা মাটীর পুতুল
ব্যর্থ পূজার সব মা'বুদ ?
করলে কেবা শত্রু সেনায়
ছন্ন-ছাড়া নিস্ত্‌-নাবুদ ?

পারশ্যের অই আতশ্‌-কোদা
করলে কেবা ঠাণ্ডা আর ?
জিন্দা পুনঃ করলে কেবা
আরাধনা এক-আল্লার ?

মা'বুদ—উপাস্য ; দেবতা। নিস্ত-নাবুদ—অস্তিত্বহীন।
আতশ-কোদা—অগ্নিকুণ্ড।

১০

কোন্ সে জাতি তোমায় শুধু
করলে তাদের তলব্‌গার ?
করলে বরণ তোমার তরে
দুঃখ কষ্ট সদ্-হাজার ?

বিশ্ব-জয়ী কাদের বলো
শুভ্র-শাণিত শম্‌শীর ?
উঠ্‌লো জেগে বিশ্ব বলো
শুনি কাহার তক্‌বীর ?

কাহার ভয়ে পুতুলগুলি
রইত পড়ি স্থম্-সাম ?
বল্‌তো—'হুয়া আল্লাহ্ আহাদ'। (১)
জপ্‌তো চুপে তোমার নাম ?

(১) তিনি আল্লাহ—এক এবং অদ্বিতীয়।

১১

চল্‌ছে লড়াই জোড়ছে যবে
আস্‌লে সময় নামাজের
কিব্‌লা-মুখী ভূমিষ্ঠ-শির
দেখ্‌বে আহ্‌লে হেজাজের।

এক সফেতে দাঁড়িয়ে গেলো
মুনীব মামুদ আর আয়াজ
রইলো না কেউ বান্‌দা-চাকর
রইলো না বান্‌দা-নওয়াজ।

চাকর-মুনীব গরীব-ধনী
হ'য়ে গেল এক-আকার
পৌঁছলে পরে তোমার কাছে
রইবে কেন ভেদ-বিচার?

মামুদ—গজনীর সোলতান মাহ্‌মুদ। আয়াজ—সোলতান মাহ্‌মুদের ভৃত্য। বান্‌দা-নওয়াজ—প্রভু।

১২

'কুন্-মা-কানার' মহ্ফিলেতে
ঘুরে ফিরে ছোবেহ্-শাম
তৌহীদেরি কাওসারেতে
ভরনু মোরা রিক্ত জাম।

গিরি-মরু বন-বাদাড়ে
করনু জারী ফের পয়াম
মালুম তোমার সব কিছু যে
হইনি কভু ব্যর্থ-কাম।

মরুর বুক ত তুচ্ছ কথা
ভয় করিনি দরিয়ায়,
গহীন গভীর অতল তলে
চালিয়ে দিনু তেজ ঘোড়ায়!

'কুন-মা-কানা'—'হও-যাহা-হ'লো' অর্থাৎ সৃষ্টি। কাওসার—শরাবুন তহুরা, অমৃত।

১৩

কালের খাতার পৃষ্ঠা হ'তে
মিটিয়ে দিনু বাতিল বাৎ
মানব জাতির গোলামী ছাপ
মুছিয়ে দিনু অকস্মাৎ।

চুম্‌নু মোরা তোমার কাবা
মোদের কপাল পরশে,
বক্ষে মোদের ধরনু তোমার
কালাম-কোরাণ হরষে।

করছো তবু এই শেকায়েৎ—
নইকো মোরা ওফাদার
আমরা যদি অবিশ্বাসী,
নও তুমিও দিল্‌-দার!

ওফাদার—বিশ্বস্ত। দিল্‌দার—প্রাণবান।

১৪

বিরাজ বটে ভিন্‌-জমাতী
কেউবা যাদের গোনাহ্‌গার
কেউবা বটে বিনয়-নত
কেউবা মূর্ত অহঙ্কার।

আছে কাহেল, আছে জাহেল,
আছে গাফেল, হুশিয়ার,
তোমার কথা শুনতে নারে
আছে এমন সদ্‌-হাজার।

আজীব, তোমার আশীস্‌-ধারা
ঝরছে অন্যের কাশানে
বিজ্‌লী তোমার পড়ছে কেবল
মুসল্‌মানের গর্‌দানে।

কাহেল—অলস। জাহেল—মূর্খ। গাফেল—উদাসীন।
কাশানে—বাড়ীতে।

১৫

বুৎ-খানাতে বল্‌ছে পুতুল
গোজ্‌রে গেছে মুসল্‌মান
হাস্‌ছে তারা নাইকো আজি
তোমার কাবার নেগাহ্‌বান।

কালের কোলে নাইকো আজি
গাইত যারা 'হোদার' গান
বগল তলে কোরাণ লয়ে
করছে তারা অন্তর্ধান।

মুচ্‌কি হাসে ভিন্‌ধরমী
নাইকি দরদ একটু হায়?
তৌহীদ যাহা খাছ তোমারি
নাইকি সময় দেখ্‌তে তায়?

নেগাহ বান—রক্ষক। হোদা—উষ্ট্র-বাহিনীর গান।

১৬

শেকায়েৎ এ নয়কো মোটে—
মাণিক-ভরা কৌটা তার
বল্‌তে সভায় দুইটী কথা
নাই শকতি নাইকো যার।

নয় কি গজব, পাচ্ছে কাফের
হুর-পরী আর বালা-খানা
মিল্‌ছে শুধু মুসলমানের
ওয়াদা হুরের আন্‌-জানা।

নাইকো আজি মেহেরবাণী,
নাইকো আজি দান্-দেহাজ,
নাইকো আজি মোদের পরে
সাবেক দিনের অই লেহাজ!

শেকায়েৎ—অভিযোগ। ওয়াদা—প্রতিজ্ঞা

১৭

মাহ্রুম্ কেন মুসলমান্‌রা
এই দুনিয়ার দওলতে
নাই যদিও হদ্দো-হিসাব
তোমার রহ্মৎ কুদ্রতে ?

চাইলে পরে করতে পার
মরুর বুকে প্রস্রবণ
মরুর বুকে চল্‌নেওয়ালা
করতে তারে জল-মগন !

মোফ্লেসী আর মিস্‌কিনী
কি মুসলমানের কিস্‌মতী ?
মরলো যারা তোমার লাগি
জাজা তাদের জিল্‌লতী ?

মাহ্রুম—বন্‌চিত। রহ্মৎ—করুণা। কুদরৎ—শক্তি
মোফ্লেসী—অর্থহীনতা। মিস্‌কিনী—দারিদ্র্য।
জাজা—পুরস্কার। জিল্‌লতী—অপমান।

১৮

অন্যেরে আজ চায় দুনিয়া
মুসলমানদের চায়নাকো
আকাশ-কুসুম বিশ্ব ছাড়া
মুসলমানরা পায়নাকো !

যাচ্ছি মোরা, অন্যেরা আজ
নিচ্ছে তোমার বিশ্ব-ভার
বল্‌তে কিন্তু পারবেনা ফের
'আহাদ-বাণী' নাই যে আর !

জিন্‌দা ছিলুম আমরা শুধু
রাখ্‌তে বজায় তোমার নাম
তুমিই বলো কেমন করে
যাইবে সাকী, রইবে জাম ?

আহাদ-বাণী—তওহীদ ; একেশ্বরবাদ। সাকী—পান করায় যে।
জাম—পানপাত্র।

১৯

আজ্‌কে খালী আসর তব
গোজ্‌রে গেছে চাইত যারা ;
গোজ্‌রে গেছে রাতের রীতি
রোজ সকালের বিলাপ-ধারা।

দিল্ তোমারে দিছ্‌লো যারা
পেয়েও ছিল যা পাবার,
কিন্তু হুকুম তাদের তরে
আসা মাত্র যাও বাহার !

এসেছিল আশেক সবাই
গেল শুনে—'এসো কাল'
এখন তাদের তালাশ করো
হাতে লয়ে লাল মশাল।

আশেক—প্রেমিক।

২০

লায়লা-হৃদী দরদ সেথা
মজনুঁরও যে প্রেম হেথায়
নেজ্দের মরু-গিরির বুকে
আহুর পালও ঐ সেথায়।

প্রেম-পাগল দিল্ যে সেথা
রূপের যাদু অই হাটে
যেথায় তব নবীর ওম্মাৎ
বিরাজ তুমি অই বাটে।

ইহার তবে অর্থটা কী
দুঃখ-দেওয়ানো অনর্থক
ভক্ত-জনে চোখ-রাঙানো
নয় কি তাহা নিরর্থক?

আহু—হরিণ। ওম্মাৎ—অনুসরণকারী, followers.

২১

তোমায় যদি ছেড়েই থাকি
ছেড়েছি কি পয়গাম্বারে ?
বুত-পূজারে কর্‌ছি পেশা ?
ছেড়েছি কি বুত-ভাঙ্গারে ?

ছেড়েছি কি প্রেমের রীতি
প্রেমের মধু মত্ততায় ?
সাল্‌মান এবং উবেছ কর্নীর
ছেড়েছি কি প্রেম-পূজায় ?

তক্‌বীরের আগুন মোরা
রাখ্‌ছি চেপে বক্ষে আজ
হাব্‌শী-বিলাল জীবন-ধারা
মোদের মাঝে অই বিরাজ।

সাল্‌মান—পারশ্যের অধিবাসী, হজরত মোহাম্মদের ভক্ত শিষ্য। উবেছ কর্নী—করনের অধিবাসী, হজরতের ছাহাবী ও পরম ভক্ত। ওহদের যুদ্ধে হজরতের একটা দাঁত নষ্ট হয়েছে শুনে তিনি নিজের সকল দাঁত তুলে ফেলেছিলেন। বিলাল—আবিসিনিয়ার ক্রীতদাস—ইসলামের প্রথম মোয়াজ্জিন।

২২

হয়তো আজি নাইকো মোদের
সাবেক দিনের প্রেম-রীতি,
ছবর. শোকর, তস্‌লিমী আর
তোমার পয়াম-পীরিতি !

হয়তো পরাণ হয় না আকুল
দাঁড়াই যবে কিব্‌লা-রোক্‌
নাইকো হয়তো হুকুম-প্রীতি
এত্তেবায়ী রাঙা বুক !

আজ্‌কে মোদের, কাল্‌কে পরের,
তোমার প্রেমের এই পালা
বল্‌তে বাঁধে আজ্‌কে তুমি
'হারজায়ী'—হার-দিল্‌-আলা !

সবর—ধৈর্য্য ; তৃপ্তি ; সন্তোষ। শোকর—কৃতজ্ঞতা।
তস্‌লিমী—আত্মনিবেদন, Submission. পয়াম—বাণী।
কিব্‌লা-রোক—কাবা শরীফের দিকে মুখ করা।
এত্তেবায়ী—Obedient. হারজায়ী—যে দশজনের সহিত আশ্‌নাই করে ; flirt.

২৩

ফারাণ-গিরির চূড়ায় তুমি
করলে মোদের দীন্ কামাল
এক ঈশারায় বাগিয়ে দিলে
হাজার জনের দিল্-আমাল।

প্রেমের শিখায় জ্বালিয়ে দিলে
আঁধার যত প্রেমিক প্রাণ
তোমার জ্যোতির ঝলক দিয়ে
করলে আসর দীপ্তিমান।

নাই কেন গো আজকে মোদের
বুকের মাঝে প্রেমের ঝাঁজ,
আমরা কেন রিক্ত-ছামান
সর্ব্ব-হারা নিঃস্ব আজ?

ফারাণ—হেজাজের একটী পাহাড়। দীন্—ধর্ম্ম। কামাল—পরিপূর্ণ! দিল্—হৃদয়। আমাল—কার্য্য।

২৪

নেজ্‌দের মাঠে যায় না শোনা
জিন্‌-জীরের রিণ্‌ঝিণী
মজ্‌নুঁ কায়েস চায় না বুঝি
হাওদা উঠের সিন্‌ঝিনা।

নাই সে আশা, নাই সে মোরা,
নাই বুঝি দিল্‌ দর্‌দীদের
উজাড় বুঝি জল্‌সা মোদের
নিভ্‌ছে বাতি মহ্‌ফিলের!

হায় কী খুশী আস্‌বে যবে
হাজার নাজুক নাজ্‌ নিয়ে
নাচ্‌বে সুখে মহ্‌ফিলেতে
পর্দা মুখের টান্‌ দিয়ে!

মজ্‌নুঁ—পাগল। কায়েস—লায়লীর বঁধুয়া। নাজ্‌—চটুল চাহনী।

২৫

বিলাস-বীথির ঝরণা তীরে
একলা বসি মদির পাণ
পিয়ালা-পাণি, উদাস-মনা,
শুন্ছো কোয়েল করুণ তান।

ফুল-বাগিচার বিলাস ছাড়ি
একলা বসে মুখটী ভার
তোমার প্রেমের দিওয়ানাও
করছে 'হুয়ার' এন্তেজার!

তোমার প্রেমের পতঙ্গেরে
দাও বাসনা দহিবার
পুরানো সে বিজ্লী বিভায়
দাওনা জীগর জ্বলিবার!

দিওয়ানা—পাগল। 'হুয়ার'—তাঁহার অর্থাৎ বঁধুয়ার। এন্তেজার—প্রতীক্ষা।

২৬

হেজাজ্ পাণে যাচ্ছে ধেয়ে
যাত্রী যত দিশ্-হারা
উড়ার মজা হাত-ছানি দেয়
বুলবুলিরে পড়্-ছাড়া !

কুন্জ বুকে গুন্ছ মাঝে
ব্যাকুল বেতাব বুঁ-নিয়াজ
দাওনা ছুঁয়ে খানিক তরে
বীণার ব্যাকুল আঙ্টী আজ !

ব্যাকুল আজি বাহির হ'তে
বীণার তারে সুরখানি
তেমনি বেতাব "তূর" যে আজি
জ্বলছে বুকে আগ্ টানি !

বুঁ-নিয়াজ—মলয়। তূর—সিনাইপর্বত যেথানে মুসা নবী আল্লাহ্র দিদার দেখেছিলেন।

২৭

দূর করে দাও দুঃখ-কষ্ট
পিয়ারা নবী উম্মাতের
পুঁজি-বিহীন পিপ্ড়াগুলি
হোক্ সমান ফের সোল্মানের !

হারিয়ে-যাওয়া প্রেম তাদেরে
আবার তুমি কর দান
ভারতের এই মঠ-বাসীরা
হয় যেন ফের মুসলমান !

অপূর্ণ সব হৃদ্-বাসনা
জীগর—লহু করছে পান
হাজার ছুরির আঘাত-হানা
বক্ষ মাঝে কাঁদছে প্রাণ !

সোলায়মান (Solomon)—বাদ্শাহ-নবী, যাঁর সঙ্গে পিঁপ্ড়েদের লড়াই হয়েছিল। জীগর—আত্মা।

২৮

ফুল-সুরভি বইছে বিদেশ
গুল্ বাগিচার হাস্তী-রাজ
হায় কী গজব, ফুল-কলি সব
বাগের বুকে আজ গোমাজ !

ফুলের-মৌসুম উৎরে গেছে
নাইকো আজি বাগ্-বাহার
নাইকো পাখী শাখীর বুকে
জমজমাজম্ নাইকো আর !

ছন্ন-ছাড়া গুলিস্তানে
বুলবুলি এক গাইছে গান
দরদ্-রাঙা বক্ষে তাহার
আজ্‌কে উছল ব্যথার বান।

হাস্তী-রাজ—অস্তিত্বের রহস্য। গোমাজ—গোয়েন্দা।

২৯

সান্নুবরের শাখা ছাড়ি
গেছে চলি ঘুঘুর দল
পড়ছে ঝরি পাঁপড়ী ফুলের
ফেল্‌ছে ছেয়ে তরুতল।

বদ্‌লে গেছে সাবেক ধারা
ফুল-বাগিচা আজ বিরাণ
শাখীরা সব শরম-ক্ষীণা
নগ্ন-দেহে নাই পিরাণ।

আজাদ তবু পরাণ তাহার
ঋতুর রীতে লা-পর্‌ওয়া
হায়! যদি কেউ যাগান বুকে
বুঝতো তাহার গান-গাওয়া।

৩০

আরাম বেঁচে মরণ মাঝে
নাইকো মজা আজ বাঁচায়
থাক্‌তে পারে খানিক মজা
জীগর-লহু পান করায়।

হায় কী ব্যাকুল 'জওহর' আমার
আজ্‌কে বুকের আয়নাতে!
হায় কী ভীষণ জ্বল্‌ছে জীগর
আমার বুকের জাল্‌ওয়াতে!

কিন্তু বিরাণ গুলিস্তানে
দেখ্‌নে-ওয়ালা নাই কেহ!
নাই যে লালা রক্তে আমার
রাঙতে তাহার দিল্-দেহ!

জীগর—হৃদয়। জাল্‌ওয়া—জ্যোতি। লালা—রক্তজবা। দিল্—প্রাণ।

৩১

বুল্‌বুলির এই একক্‌ তানে

হোক্‌ হৃদী সব থান্‌-বখান

এই বিষাণের সুর-শিহরে

উঠুক জেগে সুপ্‌ত প্রাণ !

ওফাদারীর নতুন রঙে

হোক্‌ তাহারা জিন্‌দা-জান

এই পুরাণ শরাব তরে

তৃষ্ণা-ব্যাকুল বেতাব প্রাণ !

হোক্‌ না পাত্র আজম দেশের

আরব দেশের এই শরাব

ভারত বুকে গান যদিও

আরব দেশের এই রবাব !

ওফাদারী—বিশ্বস্ততা ; ঈমানদারী। আজম—Non-Arab.

জওয়াবে
শিক্‌ওয়াহ্‌

২

বল্লে হেঁকে আকাশ-বুড়ো—

"কে এলোরে আস্মানে ?"

'আরশ তলে অই যেন কে,'

বল্লে গ্রহ অনুমানে।

বল্লে চন্দ্র—নয়কো তাহা

জমিন থেকে আস্লো কে,

'কাহ্-কোলাশ কয়—আত্ম-গোপন

করলো যেন হেথায় সে।

কিন্তু আসল বুঝ্লে না কেউ

বুঝ্লে শুধু রিজ্ওয়ান—

বেহেশ্ত হ'তে বাহির-হওয়া

আমি যে এক ইন্সান।

কাহ্-কোলাশ—ছায়া পথ। রিজ্ওয়ান—বেহেশ্তের দারোয়ান।

৩

ফেরেশ্‌তারা আজ পেরেশান
কিসের বটে এই আওয়াজ ?
আরশ-ওয়ালা আত্ম-হারা
বুঝ্‌তে নারি এই কি রাজ্।

বল্‌লে সবাই—"আকাশ 'পরে
কর্‌ছে বিরাজ আজ মানুষ,
আজীব বটে উড়তে পারে
চট্‌কী মাটীর এই ফানুস।

নাদান বটে মানুষগুলি
গোফ্‌তারীতে বে-খিয়াল,
পাতালপুরে বাস যদিও
গোস্‌তাখীতে বে-মিছাল।

রাজ—রহস্য। আজীব—আশ্চর্য্য। নাদান—অজ্ঞ।
গোফ্‌তারী—কথাবার্তা। গোস্‌তাখী—অবাধ্যতা ;বে-আদবী।

২

বল্‌লে হেঁকে আকাশ-বুড়ো—
"কে এলোরে আস্‌মানে ?"
'আরশ তলে অই যেন কে,'
বল্‌লে গ্রহ অনুমানে।

বল্‌লে চন্দ্র—নয়কো তাহা
জমিন থেকে আস্‌লো কে,
'কাহ্-কোলাশ কয়—আত্ম-গোপন
করলো যেন হেথায় সে।

কিন্তু আসল বুঝ্‌লে না কেউ
বুঝ্‌লে শুধু রিজ্ওয়ান—
বেহেশ্ত হ'তে বাহির-হওয়া
আমি যে এক ইন্‌সান।

কাহ্-কোলাশ—ছায়া পথ। রিজ্ওয়ান—বেহেশ্তের দারোয়ান।

৩

ফেরেশ্‌তারা আজ পেরেশান
কিসের বটে এই আওয়াজ ?
আরশ-ওয়ালা আত্ম-হারা
বুঝ্‌তে নারি এই কি রাজ্‌।

বল্‌লে সবাই—"আকাশ 'পরে
কর্‌ছে বিরাজ আজ মানুষ,
আজীব বটে উড়তে পারে
চট্‌কী মাটীর এই ফানুস।

নাদান বটে মানুষগুলি
গোফ্‌তারীতে বে-খিয়াল,
পাতালপুরে বাস যদিও
গোস্‌তাখীতে বে-মিছাল।

রাজ—রহস্য। আজীব—আশ্চর্য্য। নাদান—অজ্ঞ।
গোফ্‌তারী—কথাবার্তা। গোস্‌তাখী—অবাধ্যতা ;বে-আদবী।

৪

"ধৃষ্ট এমন খোদার নামে
　　　　করলে নালিশ আজ্‌কে হায়!
এই সে আদম সেজ্‌দা দিল
　　　　ফেরেশ্‌তারা যাহার পায়!

'কেমন-কেনর' কপ্‌চানীতে
　　　　মানুষ বটে ওয়াকেফ্‌-হাল্
কিন্তু বিনয়-তত্ত্বে তাদের
　　　　নাইক জার্‌রা খোশ্‌-খিয়াল।

বাক্-শকতির বালাই নিয়ে
　　　　করছে তারা কতই নাজ
কিন্তু আহা নাই সলিকা
　　　　বল্‌তে কথা দুইটী আজ।"

নাজ—অহঙ্কার; অভিনয়। সলিকা—রীতি; Manner.
জার্‌রা—এতটুকু।

৫

আওয়াজ হলো—"তোর কথা যে
　　ব্যথায় ভরা করুণ হায়!
অশ্রু-জলে উপ্‌চে-পড়া
　　পাত্র যে তোর ভর্‌ ব্যথায়।

আকাশ যে আজ ফেল্‌ছে ছেয়ে
　　বিলাপ তব মস্‌তানা,
আগল ভাষার ভেঙ্গে দিল
　　দিল্‌ যে তব দীওয়ানা।

আজীব তব কথার রীতি
　　আহাম্‌ তব অভিযোগ,
করতে আলাপ খোদার সনে
　　বান্‌দা পেলো আজ সুযোগ।

পয়াম—বাণী। মস্‌তানা—আহাজারী। দী-ওয়ানা—পাগল। আহাম্‌—Important; worthy of consideration. বান্‌দা—দাস।

৬

"মায়েল আমি করতে দয়া
কিন্‌তু নাহি কোন ছায়েল
পথ দেখাবো কাহায় বল
মন্‌জিলেতে নাই নাজেল।

শিক্ষা দিতে সবায় চাহি
কিন্‌তু কোথায় শিখ্‌বে যে,
নাই যে মাটী মজুদ আজি
আদম নতুন গড়বো যে।

যোগ্য জনে কনক-কিরীট
মস্তকে দিই তুলিয়া,
চাইবে যারা পাইবে তারা
নিত্য নতুন দুনিয়া।

মায়েল—রাজী, Inclined. ছায়েল প্রার্থী। নাজেল—পথচারী।

৭

শক্তি যে তোর নাই বাহুতে
নাইকো হৃদে আজ ঈমান,
তোদের লাগি আমার নবী
আজ্‌কে যলীল—লুপ্‌তমান।

বুত-শিকনি নাইকো আজি
বুত্‌-পরস্তি করছে ভিড়,
ইব্‌রাহীমের খান্‌-দানেতে
আখের কিনা আজর পীর!

আজ্‌কে নতুন সব কিছু যে
শরাব, পাত্র, পান্‌কারী
নতুন কাবা, দেবতা নতুন,
প্রেমের নতুন নাজ্‌কারী!

হজরৎ ইব্‌রাহিম (আঃ)এর পিতা আজর ছিল বুৎ-পরস্ত—Idol-worshipper. নাজ্‌কারী—অভিনেতা।

৮

''গোজ্‌রে গেছে অই জমানা
বিশ্ব যখন গুলে-জার,
ফুল-মসূমে মরুর লালা
শ্রেষ্ঠতম দিল্-বাহার।

খোদার 'পরে ভরসা ছিল
সাচ্চা যত মুসলমান
'হারজায়ী' এ খোদারি লাগি
ডাক্‌তো হৃদে প্রেমের বাণ।

'একজায়ী' সব ক্ষুদ্র খোদার
আজ্‌কে করিস্ গোলামী,
বিশ্ব-জনীন নবীর বাণী
কর্‌লি যে আজ মোকামী।

হারজায়ী—যে সকলের সহিত পীরিত করে।

শিক্ওয়াহ্‌তে এক্‌বাল আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অনুযোগ করেছেন এই বলে—

"বল্‌তে বাঁধে আজ্‌কে তুমি
হারজায়ী হার দিল্-আলা।"

এক্‌জায়ী—একনিষ্ঠ প্রেমিক। মোকামী—স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ

৯

"ভোর বেলাতে শয্যা ছাড়ি
উঠ্‌তে তোদের কী মুশ্‌কিল !
নাইকো যে প্রেম আমার লাগি
নিদ্‌-পিয়ারা তোদের দিল্ !

আজাদ তোরা, তাইত লেঠা
রাখ্‌তে রোজা রম্‌জানে,
এই বুঝি তোর ওফাদারী
—এত্তেবায়ী ফরমানে ?

মিল্লাৎ বটে মজ্‌হাবেতে
নাইকো মজ্‌হাব, নাই তুমি
নাইকো যদি মাধ্যাকর্ষণ
নাইকো আসর আছমানী !"

ওফাদারী—বিশ্বস্ততা। এত্তেবায়ী—অনুসরণ ; Obedience.
ফরমাণ—আদেশ। মিল্লাৎ—জাতি। মজ্‌হাব—ধর্ম।
আছমানী—Celestial.

১০

তোমরা সে জাত নাইকো যাদের
বিশ্ব-বুকে জ্ঞান-হুনার
তোমরা সে জাত নয়কো যারা
স্বদেশ তরে প্রেম-গোজার।

তোমরা খামার—বিজলী বিভাস
বাঁধছে যেথা সুখের ঘর
তোমরা তারা বেসাৎ যাদের
বাপ-দাদাদের গোর-কবর !

করলে কামাই নেক-কামী যে
কবর-কাফন কারবারে
বেচবে সুখে লাভের আশে
পূজার পাথর পুৎলারে !

হুনার—art. গোজার—অবহিত। কাফন—Shroud.

১১

"কালের খাতার পৃষ্ঠা হ'তে
কে মিটালো বাতিল বাৎ ?
কে মুছালো মানব জাতির
গোলামী ছাপ অকস্মাৎ ?

আমার কাবায় ঠুক্‌লো কারা
কপালে তাদের বল্‌বে আজ ?
কার বগলে কোরাণ আমার
করতো সুখে রোজ বিরাজ ?

—তোমাদেরি বাপদাদা সব
নয়কো তারা অন্য কেউ
তোমরা আজি রিক্ত-ছামান
গুণ্‌ছো কালের ভাবনা-ঢেউ !

ছামান—Life's provision.

১২

"বল্ছিলে না—'পায় ম্সলমান
ওয়াদা শুধু হুর-পরীর ?'
মিথ্যা নালিশ নাইকো তাতে
জ্ঞান-গরিমা এক রতির।

স্রষ্‌টা তিনি ন্যায়-বিচারী
দরবারে তার এ দস্তুর
কাফের যদি সাচ্চা মুস্‌লিম
মিল্‌বে তাহার হুর-কস্থর।

নাই যে কেহ তোদের মাঝে
চাহ্‌নে-ওয়ালা হুর-পরীর
নাই যে মুসা দেখ্‌তে ঝলক
তূর পাহাড়ে নূর-জ্যোতির !"

হুর—বেহেশ্‌ত-বাসিনী রমণী। কস্থর—প্রাসাদ।
তূর—সীনই পর্বত যেখানে মুসা নবী আল্লাহ্‌র দিদার দেখেছিলেন।
নূর—স্বর্গীয় জ্যোতি।

১৩

"তোদের জাতীর লাভ-ক্ষতিতে
সবাই তোরা বখ্‌রা-দার
তোদের নবী, ধর্ম, ঈমান
নয়কো বিভিন্—এক আকার।

এক যে কাবা, এক যে খোদা,
এক যে কোরান সু-মহান,
নয়কো তাহা জবর কথা
এক যদি সব মুছলমান।

আজ্‌কে তোরা ফেরকা-ফুরুশ
বন্দী জাতের জিন্দানে
এই কি বটে পাবার রীতি
এই দুনিয়ার মীন্-খানে ?

ফেরকা-ফুরুশ—বিভিন্ন দলভুক্ত হওয়া যাদের ব্যবসায়। মীন-খানা —পাবার ঘর ; House of gifts. জিন্দান—কারাগার।

১৪

"ছাড়লে কেবা কায়দা-কানুন
আমার রসুল আরাবীর,
সুযোগ-বাদে করলে কেবা
মন্ত্র কার্য্য আন্জামীর ?

কার চোখেতে ঝল্‌সে উঠে
অন্য জাতীর রীত্-নীতি,
বাপ্-দাদাদের চাল্-চলনে
কার চোখেতে আজ ভীতি ?

নাই বাসনা তোদের হৃদে
নাইকো জ্বলন আত্মাতে,
নাইকো সাচ্চা পয়াম নবীর
চিত্ত তোদের রাঙ্গাতে।

আন্জামী—সম্পাদন। পয়াম—Message.

১৫

"কাতার বেঁধে মস্‌জিদেতে
দাঁড়ায় কেবা ?—গরীবগণ।
রাখ্‌তে রোজা রম্‌জানেতে
কষ্ট সহে—গরীবগণ।

নাম্‌টী আমার লয় যদি কেউ
লয় শুধু আজ গরীবগণ;
আব্‌রু-ইজ্জৎ রাখ্‌ছে তোমার
অই শুধু আজ গরীবগণ।

ধনের নেশায় ভুলছে আমায়
আজ্‌কে আমীর-ওমরাগণ
গরীবদেরই দমের জোরে
জিন্‌দা জাতির জীবন-মন।

আব্‌রু-ইজ্জৎ—মান-সম্মান। দম—নিশ্বাস। আমীর-ওমরা—বড়লোকেরা; Chiefs, Leaders.

১৬

"পোখ্তা খেয়াল নাইকো আজি
আলীম্-ওল্মার বাক্যেতে,
নাই স্বভাবে বিজ্লী বিভাস
—অগ্নি-প্রভাব কার্য্যেতে।

আজান-রীতি বজায় বটে
প্রাণ বিলালীর নাইকো চিন্
'দর্শন' আজো বজায় বটে
নাই গাজ্জালীর সে তল্কীণ!

নাই নামাজী মস্জিদেতে
পড়ছে মস্জিদ মর্সিয়া,
হেজাজ-মীরের সাচ্চা মুরীদ
সবাই গেছে গোজ্রিয়া।

পোখ্তা—পাকা; পরিপূর্ণ। বিলাল—ইস্লামের প্রথম মোয়াজ্জিন। গাজ্জালী—ঈমাম গাজ্জালী; ইস্লামের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিকের অন্যতম। তল্কীন—দীক্ষা। মরসিয়া—শোক-গীতি। হেজাজ-মীর—হজরত মোহাম্মদ (দঃ)।

১৭

''তুল্‌ছো বটে শোর-হাঙ্গামা
নাইকো আজি মুসলমান,
বল্‌ছি আমি---কখন ছিল্
হেথা মুস্‌লিম বিগুমান ?

বেশ-ভূষাতে তোমরা খৃষ্টান,
সভ্যতাতে হও হন্নুদ ;
এই ত মুসলিম ! দেখ্‌তে যারে
লজ্জা আজি পায় এহুদ !

সৈয়দ তুমি, মীরজা তুমি,
হ'তে পার আল্‌-আফ্‌গান
কিন্‌তু বাতাও হও কি তুমি
সাচ্চা খাঁটী মুসলমান ?

১৮

"পূর্ণ ছিল খাছ নিয়তে
মুসলমানের বাক্‌-বিলাস,
ন্যায়-বিচারে অচল অটল
তরফদারীর নাই তিয়াস।

স্বভাব ছিল শাজার সম
শরম-ফলে শির্‌-নোওয়া,
সাহস তাঁদের বেহদ বিপুল
ভাষার বুকে নয় খোওয়া।

অধর পরে শরাব সম
তাঁদের আত্ম-বিগলন,
পাত্র-ঢালা মদ্য সম
তাঁদের আত্ম-বিস্মরণ!

শাজার—বৃক্ষ। শরম—লজ্জা, হায়া। খোওয়া—Lost.

১৯

"অস্ত্র-সম হার্ মুসলমান
মিথ্যা-বাতিল সাম্লাতে,
কর্ম তাদের মুক্তা-উজল
জিন্দেগানীর আয়নাতে।

ভরসা তারা করতো শুধু
নিজের সবল বাহুর 'পর,
মরণ-ভয়ে তোমরা ভীতু
খোদায় ছিল তাঁদের ডর।

পিতৃ-এলেম পুত্রে নাহি
পুত্র যদি গর-লোয়েক,
পিতৃ-ধনে কেমন ক'রে
পুত্র হ'বে মোস্তাহেক ?

হার্—প্রত্যেক। গর-লোয়েক—অনুপযুক্ত। মোস্তাহেক—অধিকারী।

২০

"আরাম-আয়েশ খোশ্‌-মেজাজী
নেশার মত চাও সবে,
মুসলমান কি সত্যি তোরা?
মুস্‌লিম রীতি এই কবে?

নাই ফকিরী আলীর মতন
নাইকো বিত্ত ওস্‌মানের
নাই রুহানী রিশ্‌তা মোটে
তোদের সনে আস্‌লাফের।

কালের কোলে কদর ছিল
সাচ্চা তারা মুসল্‌মান
তক্‌দীরে তোর তানাজ্‌জুলী
তরক করে আজ কোরাণ।

রুহানী—Spiritual. রিশ্‌তা—সম্পর্ক। আস্‌লাফ—পূর্ব-পুরুষগণ। তক্‌দীর—অদৃষ্ট। তানাজ্জুলী—অবনতি। তরক—ছেড়ে।

২১

''মরিস তোরা হিংসা করে,
ছিলেন তাঁরা মেহেরবান,
দোষ-দেখা যে ব্যবসা তোদের
ছিলেন তাঁরা উদার প্রাণ।

আরজু যদি আকাশ পরে
করতে নিজের বাসস্থান,
করতে হ'বে সবার আগে
দিল্‌টীকে ত স্বাস্থ্যবান!

বখ্‌ত তাঁদের ফাগ্‌ফুরী তখ্‌ত্‌
ঈরাণ দেশের সিংহাসন,
তোদের কথা কেরদানী সার
কোথায় তোদের সে সম্মান?

বখ্‌ত—নসীব। ফাগ্‌ফুরী—চীনদেশের। তখ্‌ত—সিংহাসন।

২২

"তোমরা মত্ত আত্ম-হত্যায়
ছিলেন তারা মদদ্‌গার
ভ্রাতৃ-প্রেমে তোমরা বেজার
ছিলেন তাঁরা জান-নিসার।

তোমরা শুধু বাক্য-বাগীশ
ছিলেন তাঁরা কর্ম-বীর
তোমরা কলির গন্ধে মদির
আশেক তাঁরা ফুল্‌-বীথির।

ধরার বুকে সকল জাতি
গাইছে তাঁদের কীর্তি-গান
হাস্তী-খাতার পৃষ্ঠা মাঝে
নিষ্ঠা তাঁদের দীপ্তিমান।

জান-নিসার—প্রাণ-পণ। আশেক—Lover. হাস্তী—Existence.

২৩

“জাতীর বিশাল ভাগ্যাকাশে
তারার মত তোর আসা,
হিন্‌দী-বুতের প্রেমে পড়ি
বন্‌লি বামুন ফের খাসা !

উড়ার নেশায় ছাড়লে বাসা
তোমরা সবে শান্‌-ফেদা,
আমল-ছাড়া নও-জোয়াঁ সব
বল্‌লে ধর্মে আল্‌-বেদা।

আজাদ হ'লো আবাস ছাড়ি
আলোক-প্রীতির ভুল নেশায়,
লাভের মধ্যে কাবা-ত্যাগী
বাঁধ্‌লো বাসা বুত্‌-খানায় !

শান-ফেদা—ফ্যাসান-পাগল। আল্‌-বেদা—বিদায়।

২৪

"মজনু ঁ কায়েস্ রয়না যদি
মরুর বুকে নিরালায়,
শহর বুকে খায় সে হাওয়া
প্রান্তরেতে নাহি ধায় ,

মজ্নুঁ—পাগল বাঁধন-হারা
থাকুক ঘরে বাইরে বা
লায়লী জরুর মজনুঁ হতে
বোরকাতে মুখ ঢাক্‌বে না।

আব্দারের এই নালিশ কেন ?
বিলাপ কেন মাজ্লুমের ?
আজাদ প্রেমিক—নাই অধিকার
আজাদ হ'তে মাহ্বুরের ?

মাজ্লুম—Victim. মাহ্বুব—Beloved. আজাদ—স্বাধীন।

২৫

"হাল জমানা বিজলী সম
করছে বিরাণ খেত্‌-খামার,
আমান নহে আগুন হ'তে
বিরান মরু,—গুল্‌-বাহার।

পুড়লো সকল সাবেক জাতি
বিজ্‌লী বিভার জাল্‌ওয়াতে,
পুড়তে পারে এই আগুনে
শেষ নবীজির মিল্লাতে।

ইব্‌রাহীমের ঈমান যদি
উৎসারিত হয় আবার,
নম্‌রূদের এই আতশ-কোদাহ্‌
হইবে চমন দিল্‌-বাহার।

আমান—নিরাপদ। জাল্‌ওয়া—জ্যোতি। আতশ-কোদাহ্‌—অগ্নি-কুণ্ড। চমন—উদ্যান। দিল্‌-বাহার—হৃদয়-রঞ্জন।

বাদ্‌শাহ্‌ নমরূদ ইব্‌রাহীম (আ:) নবীকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলেছিল। আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে অগ্নিকুণ্ড হয়ে গেল পুষ্পোদ্যান, কেননা ইব্‌রাহীম ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী পয়গম্বর।

২৬

"কুন্‌জ-বীথি বিরান বলি
হোস্‌নে ব্যাকুল হে বাগ্‌বান!
ফুট্‌বে কলি আলোক-দ্যুতি
হাস্‌বে পুনঃ ফুল-বিতান।

শুক্‌নো পাতা, কাঁটার খোঁচা
রইবে না গুল্‌-চমনে
মরুর লালা ফুট্‌বে পুনঃ
শহীদী-খুন-অন্‌জনে।

দেখ্‌ছ নাকি পূব-আকাশে
রক্‌ত রাগের অই কেলি?
উঠ্‌ছে অরুণ রাঙ্গা রবি
তন্দ্রা-বিভোল আঁখ মেলি।

বাগবান—মালী। গুল-চমন—ফুল-বাগান।

২৭

"এই দুনিয়ার বাগ্-বাগিচায়
পাইছে কেহ ফল হাজার,
কেউবা আবার বনচিত, কেউ
ভুগ্ছে কষ্ট হিম্লাগার।

হাজার-শত খেজুর বাগান
শুক্নো সজীব শাজার ময়
দেখবে যেমন বৃক্ষ বিশাল
তেমনি চারা লুকিয়ে রয়।

ইস্লামের এই বাগান ভূমি
নমুনা আজ ফল ধরার,
হাজার শত বর্ষ ভরি
বাগান যে এই কাজ করার।

শাজার—বৃক্ষ।

২৮

''স্বদেশ-মাটীর কর্দমেতে
নয়কো মলিন তোর দামান,
'য়ুসুফ' যে তুই, হার 'মিসরে'
করছে বিরাজ তোর 'কানান'।

থাম্‌বে নাকো তোর কাফেলা
চল্‌বে তাহা চিরন্তন,
ছামান যে তোর 'বাঙে-দিরা'
—বিষাণ-বাঁশীর সন্‌জীবন।

আলোক্‌-তরু তুই যে ওরে
শিখা যে তোর জ্যোতির্ময়!
আখেরে তোর চিন্তা-ছায়া
হতেই হ'বে দীপ্‌তিময়।

দামান—আঁচল। বাঙে-দিরা—উষ্ট্রবাহিনীর ঘণ্টা-ধ্বনি।

Joseph (য়ুসুফ) was born in Canaan but ruled in Egypt (মিসর)।

২৯

“ঈরাণ যদি বিরান আজি
নাইকো তবু তোর বিনাশ
পাত্র যদি ‘নিস্ত ও নাবুদ’
মদের নেশার রয় বিকাশ !

বিরাজ ধরায় সাচ্চা সুবুৎ
তাতারীদের আফ্‌সানা—
কাবার তরে পাছবাঁ বনে
বুৎ-পূজারীর বুৎ-খানা।

কালের কোলে কিস্‌তী খোদার
—তুই যে তাহার ছাহারা,
হাল্‌ জমানার আঁধার রাতে
তুই যে ছোফেদ ছেতারা !

নিস্ত-ও-নাবুদ—Non-existant. সুবুৎ—প্রমাণ। পাছবাঁ—রক্ষক। আফ্‌সানা—কাহিনী। ছাহারা—আশ্রয়। ছোফেদ—Pole star. ছোফেদ ছেতারা—শুক তারা।

৩০

"খুন-খরাবীর হাঙ্গামা এই
বুল্‌গেরিয়ার আক্রমণ
সুপ্ত যারা, তাদের লাগি
আজ্‌কে নতুন জাগরণ।

নয়কো তাহা দিল্‌-আজারী
মিথ্যা তোদের অভিমান,
খোদ্‌-নিসারী খোদ্‌-গোজারীর
এই বটে যে এম্‌তেহান!

শংকা কেন শত্রু-অশ্ব
রজে যদি তাঁবুর পাশ,
করতে কভু পারবে নাকো
সত্য-জ্যোতি শত্রু নাশ।

দিল্‌-আজারী—আত্মার উপর উৎপীড়ন। খোদ্‌-নিসারী—আত্ম-বিসর্জন। খোদ্‌-গোজারী—আত্ম প্রতিষ্ঠা। এম্‌তেহান—পরীক্ষা।

৩১

"গুপ্ত আজো ভিন্ন জাতির
চক্ষুতে তোর হাকীকাৎ,
বিশ্ব-বুকে রইছে বাকী
তোর যে খাটী জরুরাৎ।

জিন্‌দা আজো জান জমানার
তোরই রক্ত উষ্ণতায়,
সম্‌ভাবনার তক্‌দীরী যে
তোরই শক্‌ত দু' কব্‌জায়!

নাইকো সময় রইবি বসে
অই যে পড়ি বহুৎ কাজ,
তওহীদের দীপ্ত নূরে
রাঙতে হবে বিশ্ব আজ।

তক্‌দির—অদৃষ্ট, Destiny. তওহীদ—একেশ্বরবাদ।

৩২

"কুঁড়ির বুকে গন্ধ যেমন
মুক্‌তি-পাগল পেরেশান,
মুক্ত হ'য়ে ছড়িয়ে দে'না
খুশবোঁ তব প্রাণ-মাতান।

আজ্‌কে ওরে রিক্ত-ছামান!
অণু হ'তে বন্ বিয়াবান,
তরঙ্গের অই কুলু ধ্বনি
করনা তারে ঝড় তুফান।

পছ্‌তী-পড়ায় করবে মহান
প্রেম পরশের পর্‌শালে
কররে উজাল আঁধার কালো
মোহাম্মদী (দঃ) মশ্‌য়ালে।

পছতী-পড়া—অনুন্নত। পরশাল—Touchstone.
মশ্‌য়াল—Torch.

৬৩

"ফুল্ বিনে এই বিশ্ব-বাগে
গাইতনাকো বুল্‌বুলি
ফুট্‌তনাকো চমন-বুকে
হাস্যময়ী ফুল-কলি।

সাকী যদি নয়কো বাকী
রইবে কেন শরাব পান?
আহাদ্-বাণীর জলসা নাহি
নাইকো বিশ্বে তোমার শান!

'কুন-মা-কানার' এই যে মহল
মুকীম বটে এই নামে,
হাস্তী-নাড়ী চল্‌ছে আজো
এই নামেরি জাম্-খামে!

কুন-মা-কানা—সৃষ্টি। মুকীম—সুপ্রতিষ্ঠ। জাম—পাত্র
খাম—শরাব।

৩৪

দুর্গম গিরি কান্তার মরু
লড়ায়ের ময়দানে—
সলিল-বিপুল সাগরের বুকে
তরঙ্গ-দোলায়, তুফানে—

সুদূর চীনেতে, মরক্কো মরুতে
বালুকার বিয়াবানে—
পুশিদা আজিও নামটী মহান
মুস্লিম-হৃদী-ঈমানে।

বিরাজিবে বটে বিশ্বের পটে
দৃশ্য আজলী চিরকাল—
"রাফানা লাকা জিক্‌রাকা"*
—মহান করিনু তব হাল!

আজলী—Eternal. *হজরৎ মোহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌র বানী 'Exalted have We made your name."

৩৫

"মাটীর যে এই চোখের তারা
বল্‌ছো যারে দুনিয়া,
বীর শহীদের কবরগুলি
রাখ্‌ছে বুকে পুষিয়া ;

তপন-তাপে পালিতা এ
চাঁদ-কপালী দীপিকা,
সোহাগ ভরে প্রেমিক জনে
বল্‌ছে 'বিলাল-বীথিকা'—

পারদ-পারা দুল্‌ছে সাদা
এই নামেরি কল্যাণে,
জ্বল্‌ছে আঁখি পুত্‌লী পারা
এই নামেরি রওশানে।

৩৬

“বর্ম তোমার জ্ঞান-গরিমা
হোক তব প্রেম অসি-ধার,
ভুল্ছ কেন, দরবেশ আমার !
বিশ্বটা যে তোমার ভার।

আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছু যে
পুড়বে তোমার তক্বীরে,
হও মুসলমান উঠ্বে গড়ি
তক্দীর তব তদ্বীরে।

মোহাম্মদের (দঃ) পায়রুবীতে
জান্বে আমি খাছ তোমার,
আদ্না বটে এই দুনিয়া
মিল্বে নাজাৎ মাহ্ফুজার।

তক্বীর—আল্লাহু আকবর। তক্দীর—অদৃষ্ট। তদ্বীর—প্রচেষ্টা। পায়রুবী—অনুসরণ। আদ্না—তুচ্ছ। নাজাৎ—মুক্তি। মাহ্ফুজার—সংরক্ষিতার অর্থাৎ লওহ—কলমের লেখা মুক্তি।

কিতাব-মহল সিরিজ

"কিতাব-মহল"—চায় সৎ-সাহিত্যের প্রকাশ, প্রচার ও সরবরাহ। এজন্যই "কিতাব-মহল সিরিজের" আবির্ভাব। বাংলা, ইংরেজী, উরদু প্রভৃতি সকল ভাষা নিয়েই হবে "কিতাব-মহলের" কারবার। মক্তব-মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজের পাঠ্য-পুস্তক, তহ্‌জীব-তমদ্দুন বিষয়ক তাস্‌নীফাৎ, কোরআন শরীফ ও অন্যান্য পুস্তকাদির অনুবাদ ও এশায়াৎ "কিতাব-মহলের" মক্‌সাদ।

তাই "কিতাব-মহল" নিম্নলিখিত কিতাব প্রকাশ কচ্ছে। ইহা 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' মাত্র। যাত্রা হ'লো শুরু। আয়েন্দাতে সাহিত্যের মহ্‌ফিল আরো গোলেজার করবার জন্য "কিতাব-মহল" যথাসাধ্য কোশেশ করবে। আল্লাহ্‌র মরজী এবং জনসাধারণের সহানুভূতির উপরই তা নির্ভর কচ্ছে। নয়া জমানার নিশান বরদার রূপে "কিতাব-মহলের" কোশেশ ও কারগুয়ারী কাবেলে কদর কিনা, জন-সাধারণের বিবেচ্য।

'জাগরণ' সম্পাদক

মৌলভী মীজানুর রহমান,

এম-এ, বি-সী-এস্ প্রণীত :—

১। **"প্রেমের পয়গাম"**—৪র্থ সংস্করণ। আল্লামা এক্‌বালের প্রাণ-চন্‌চল পয়গাম সম্বলিত কাব্য। এক্‌বালের জীবনী এবং কাব্য-প্রতিভারও সবিস্তার আলোচনা। ছাপা-বাঁধাই মনোরম। মূল্য এক টাকা মাত্র।

২। "শিক্ওয়াহ্ ও জওয়াব"—আল্লামা এক্বালেরই মশ্হুর "শিক্ওয়াহ্ এবং জওয়াবে শিক্ওয়াহ্র" কাব্যানুবাদ। ২য় সংস্করণ। ছাপা-বাঁধাই চমৎকার। মূল্য এক টাকা মাত্র।

৩। "পান্দে-নামাহ্"—মরহুম শেখ সাদীর সুবিখ্যাত "পান্দে-নামাহ্র" কাব্যানুবাদ। মূল্য ৷৷৹ আনা মাত্র।

৪। "জাগরণী" বা "মোসাদ্দাসে হালী"—চার বৎসরে যে কিতাবের বহু সংস্করণ হয়েছিল, সেই উরদু "মোসাদ্দাসে হালী" বা "ইস্লামের জোয়ার-ভাঁটার" কাব্যানুবাদ। নমুনা—

৫। "নূরের ঝলক"—'কালামুল্লাহ্' কোরআন শরীফ অবলম্বনে অভিনব কাব্য-মনজুষা। একাধারে তরজমা, তফসীর ও তালীমের তোহ্ফা। "নূরের ঝলকে" পাবেন নানা ছন্দের ঝন্কার এবং বেহেশ্তী নূরের সত্যিকার ঝলক। প্রথম খন্ড—আমপারা। বহুল প্রচারের জন্য হাদীয়া নামমাত্র এক টাকা।

৬। "কালামুল্লাহ্" বা মূল আরবীসহ সহজ, সুন্দর ও সাবলীল তর্জমা ও তশ্রীহ্। প্রতীক্ষা করুন।

৭। "সাহিত্যের শরাফৎ"—বাংলা ভাষা এবং নানা বিষয়ক প্রবন্ধ সম্ভারে সুশোভিত গন্থ পুস্তক। "সাহিত্যের শরাফৎ" পাঠে নতুন আলোর সন্ধান পাবেন। মূল্য এক টাকা।

৮। "উর্দু বাংলা চলন্তিকা"
—বাংলা মানে সহ আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দের মানে। মূল্য—২৲ টাকা।

৯। "মুসাফিরের ডায়রীতে"
—পাবেন নানা বিষয়ের আলো ও ঈশারা—প্রাণ-চন্‌চল চিন্তাধারার শিহরণ। মূল্য এক টাকা মাত্র।

১০। "URDU and BENGAL"—বাংলা দেশে উরদু ভাষার ইতিহাস, খেদ্‌মাৎ ও ভবিষ্যৎ। শুধু গ্রন্থকারের নহে—মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী, খাঁ বাহাদুর ওয়ালী-ওল্‌-ইস্‌লাম, ডক্টর স্যার এ-এফ-রহমান প্রভৃতি ছাহেবানদের খেয়ালাতেরও খোশ্‌-খবরী পাবেন। মূল্য—আট আনা মাত্র।

১১। "বেহেশ্‌তী সওগাত"—
নতুন ধরণের কোর-আনী শিক্ষা।

"বহ্নি ও বন্যার" কবি নির্মল দাশ প্রণীত :—

১২। "আল্‌-হিলাল"—অনবদ্য কাব্য-মন্‌জুষা ; ভাষা, ভাব ও ছন্দের ঝংকারে মুগ্ধ হবেন। নমুনা দেখুন :

"এ নহে কেবল ঈদের চাঁদ
—নতুন ঈশারা আল্‌-হিলাল,"
সাঁঝের আকাশে তুলিছে শিহর
নয়া-জমানার আল্‌-বিলাল।"

"আল্‌-হিলালে" পাবেন ইস্‌লামের মর্ম বাণী। মূল্য—এক টাকা।